গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
উন্নয়ন-৪ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

নং-২৮.০০.০০০০.০১৬.১৪.০০৭.১৬(অংশ-১)- ৯০৫

তারিখঃ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ১৩ ডিসেম্বর ২০১৮

বিষয়ঃ বেসরকারি পর্যায়ে এলএনজি আমদানি নীতিমালা-২০১৮ ওয়েব সাইটে আপলোডকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি পর্যায়ে এলএনজি আমদানি নীতিমালা-২০১৮ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালাটির একটি কপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

২। এমতাবস্থায়, উক্ত খসড়া নীতিমালাটি স্টেক হোল্ডারদের অবগতি ও এর উপর মতামত আগামী ১০(দশ) দিনের মধ্যে প্রদানের নিমিত্ত এ বিভাগের ওয়েব সাইটে আপলোডের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

১৩.১২.২০১৮

(ড.মুহাঃ মনিরুজ্জামান)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৬৫৭১

সিস্টেম এনালিষ্ট
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১। সচিবের একান্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

Letter-LNG

বেসরকারি পর্যায়ে এলএনজি আমদানি নীতিমালা, ২০১৮

১। ভূমিকা

দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সিএনজি এবং গৃহস্থালী খাতে প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবেশ দূষণ রোধসহ কাংক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং দেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহের মজুদ হ্রাস পাওয়ায় বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে পার্থক্য আরও বৃদ্ধি পাবে। এ প্রেক্ষাপটে, দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প অন্যতম উৎস হিসেবে আমদানিকৃত তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ এবং এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকার জিটুজি ভিত্তিতে এলএনজি আমদানিপূর্বক রিগ্যাসিফাইড এলএনজি জাতীয় গ্রীডে সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জ্বালানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এলএনজি আমদানির ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকেও উৎসাহিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের বিকাশমান বেসরকারি খাতের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এলএনজি আমদানি করে সরবরাহ এবং বাজারজাতকরণের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

যেহেতু বেসরকারি উদ্যোগে এলএনজি আমদানি করে রিগ্যাসিফাইড এলএনজি নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্র/শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার ও বানিজ্যিক ভিত্তিতে অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র/শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন; সেহেতু এলএনজি আমদানি, মজুদ, রি-গ্যাসিফিকেশন ও সরবরাহসহ সকল কর্মকান্ডে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হ'লঃ

২। সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ

এ নীতিমালা 'বেসরকারি পর্যায়ে এলএনজি আমদানি নীতিমালা, ২০১৮' নামে অভিহিত হবে।

৩। বেসরকারি আমদানিকারকের যোগ্যতাঃ

(ক) বেসরকারি আমদানিকারকগণের এলএনজি আমদানি, মজুদ, রি-গ্যাসিফিকেশন ও সরবরাহের নিমিত্ত অবকাঠামো নির্মাণের অর্থায়নের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে আদেশ দ্বারা নির্ধারিত প্রমাণিত আর্থিক সামর্থ থাকতে হবে;

(খ) আমদানিকারকের বিদ্যুৎ/জ্বালানি/ভারী শিল্প খাতে কোন প্রকল্প নির্মাণ/পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা আমদানিকারক কোন তৃতীয় পক্ষের সাথে কনসোর্টিয়াম গঠন করে থাকলে উক্ত তৃতীয় পক্ষের এলএনজি খাতে কোন প্রকল্প নির্মাণ/পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৪। এলএনজি আমদানি, মজুদ, রিগ্যাসিফিকেশন, সঞ্চালন ও সরবরাহঃ

(ক) বেসরকারি আমদানিকারকগণ এ নীতিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে রিগ্যাসিফাইড এলএনজি নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্র, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার এবং অন্যান্য বিদ্যুৎকেন্দ্র, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বানিজ্যিক ভিত্তিতে বিক্রয়ের জন্য এলএনজি আমদানি করতে পারবেন;

(খ) এলএনজি আমদানির ক্ষেত্রে সরকারের আমদানি নীতি/আদেশ এবং এতদসংশ্লিষ্ট সকল বিধি-বিধান ও পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ এবং প্রতিপালন করতে হবে;

(গ) বেসরকারি খাতে এলএনজি আমদানি ও সরবরাহের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ট্যাক্স, ভ্যাট, অন্যান্য কর পরিশোধ করতে হবে;

(ঘ) বেসরকারি আমদানিকারকগণ আমদানিকৃত এলএনজি নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্র, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার এবং বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর অনুমতি নিয়ে আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী জেটি/ আনলোডিং প্লাটফর্ম, স্টোরেজ ট্যাংক, রি-গ্যাসিফিকেশন প্ল্যান্ট এবং পাইপলাইন নেটওয়ার্কসহ অবকাঠামো নির্মাণ করতে পারবেন;

(ঙ) সরবরাহ:

(১) সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে এলএনজি এবং RLNG পরিবহনের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা দ্বারা অনুমোদিত International Standard Insulated Cryogenic এলএনজি ট্যাংকে এলএনজি পরিবহন করতে হবে। উল্লেখ্য, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ISO container অথবা cryogenic storage tank আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী রিফুয়েলিং করতে পারবে।

(২) পেট্রোবাংলা'র পূর্বানুমতি নিয়ে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ পেট্রোবাংলা'র ট্রান্সমিশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ব্যবহার করে গ্যাস সরবরাহ করতে পারবে; এক্ষেত্রে, বেসরকারীভাবে আমদানিকৃত এলএনজি ট্রান্সমিশন/ ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য পৃথকভাবে Wheeling Charge নির্ধারণ করা হবে এবং তা পরিশোধ করতে হবে।

(চ) এলএনজি আমদানি, সরবরাহ ও প্লান্ট নির্মানের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটি, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে; এছাড়া প্রচলিত বিধান অনুযায়ি বিইআরসি/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে;

৫। এলএনজি আমদানি প্রক্রিয়াঃ

এলএনজি মজুদ ও রি-গ্যাসিফিকেশনসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের পর আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর অনাপত্তি (NOC) নিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে এবং নিজস্ব অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় পেট্রোবাংলা অনুমোদিত Specification সহ এলএনজি'র আন্তর্জাতিক মানদন্ড বজায় রেখে এলএনজি আমদানি করতে পারবে। এরূপ প্রক্রিয়ায় প্রথম বছর এলএনজি আমদানির পর পরবর্তী বছরগুলোতে একইভাবে অনাপত্তি (NOC) নিয়ে অনুমোদন নবায়ন করতে হবে। প্রতি বছর অনাপত্তি (NOC) গ্রহণের আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে:

(ক) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক, কারিগরি এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য সকল সক্ষমতা এবং যোগ্যতা প্রমানের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী);

(খ) বেসরকারি আমদানিকারককে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য প্রতি বছর যে পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন হবে, তার যৌক্তিকতাসহ প্রাক্কলন;

(গ) বেসরকারি আমদানিকারকগণ রিগ্যাসিফাইড এলএনজি বিক্রয়ের জন্য এলএনজি আমদানি করতে আগ্রহী হলে নিজস্ব উদ্যোগে সংগৃহীত গ্রাহক/গ্রাহকগণের নাম, ঠিকানা ও চাহিদাকৃত জ্বালানির পরিমাণ উল্লেখসহ গ্রাহক/গ্রাহকগণ উক্ত আমদানিকারকের নিকট থেকে বর্ণিত চাহিদা মোতাবেক জ্বালানি গ্রহণ করতে আগ্রহী মর্মে সম্মতিপত্র;

৬। রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি'র বিক্রয় ও মূল্য নির্ধারণ:

(ক) আমদানিকারকগণ তাঁদের নিজস্ব গ্রাহকের নিকট সরবরাহতব্য রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি'র মূল্য উভয়পক্ষ (ক্রেতা ও বিক্রেতা) আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারবেন এবং এ বিষয়ে বৃহৎ ক্রেতাগণের সাথে স্বাধীনভাবে চুক্তি করতে পারবেন;

(খ) বেসরকারি আমদানিকারকগণ কর্তৃক নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার ও তাঁদের গ্রাহকদের প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের পর রিগ্যাসিফাইড এলএনজি'র উদ্বৃতাংশ (যদি থাকে) পেট্রোবাংলা'র চাহিদা/প্রয়োজন

থাকলে পেট্রোবাংলার Specification অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে পেট্রোবাংলার নিকট বিক্রয় করতে পারবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বেসরকারি আমদানিকারকগণ কর্তৃক রিগ্যাসিফাইড এলএনজি'র সর্বোচ্চ ২৫% নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পেট্রোবাংলার Specification অনুযায়ী পেট্রোবাংলা গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে পেট্রোবাংলার নিকট বিক্রিতব্য রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি'র বিক্রয়মূল্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক নির্ধারিত হবে;

৭। অনুসরণীয় বিধানাবলীঃ

এ নীতিমালায় প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত Codes, Standards, Laws এবং বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট আইন এবং অন্যান্য নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে।

৮। পরিদর্শনঃ

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিইআরসি, পেট্রোবাংলা বা জ্বাখসবি/পেট্রোবাংলা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান যে কোন সময় এলএনজি আমদানির জাহাজ, আনলোডিং টার্মিনাল/জেটি, এলএনজি স্টোরেজ ট্যাংক, রি-গ্যাসিফিকেশন প্ল্যান্ট ও সরবরাহ ব্যবস্থা পরিদর্শনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে। পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার চাহিদা অনুযায়ী তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ এবং কোন প্রকার সুপারিশ থাকলে তা বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে।

৯। অনুমতি/অনাপত্তি (NOC) বাতিলের ক্ষমতাঃ

পেট্রোবাংলার Specification অনুযায়ী এলএনজি আমদানি এবং আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী আনলোডিং, স্টোরেজ, রি-গ্যাসিফিকেশন ও সরবরাহ না করলে অথবা পরিদর্শনের সময় ত্রুটি পাওয়া গেলে অথবা সরকার/পরিদর্শকগণের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন না করলে এলএনজি আমদানির অনুমতি বা অনাপত্তিপত্র (NOC) সাময়িক/স্থায়ী ভাবে বাতিল করার অধিকার সরকার সংরক্ষণ করে।

১০। নীতিমালার ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতাঃ

এই নীতিমালায় কোন অস্পষ্টতা থাকলে এবং কোন অনুচ্ছেদ বা বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে।